পাক্ষিক

আহ্‌মদী

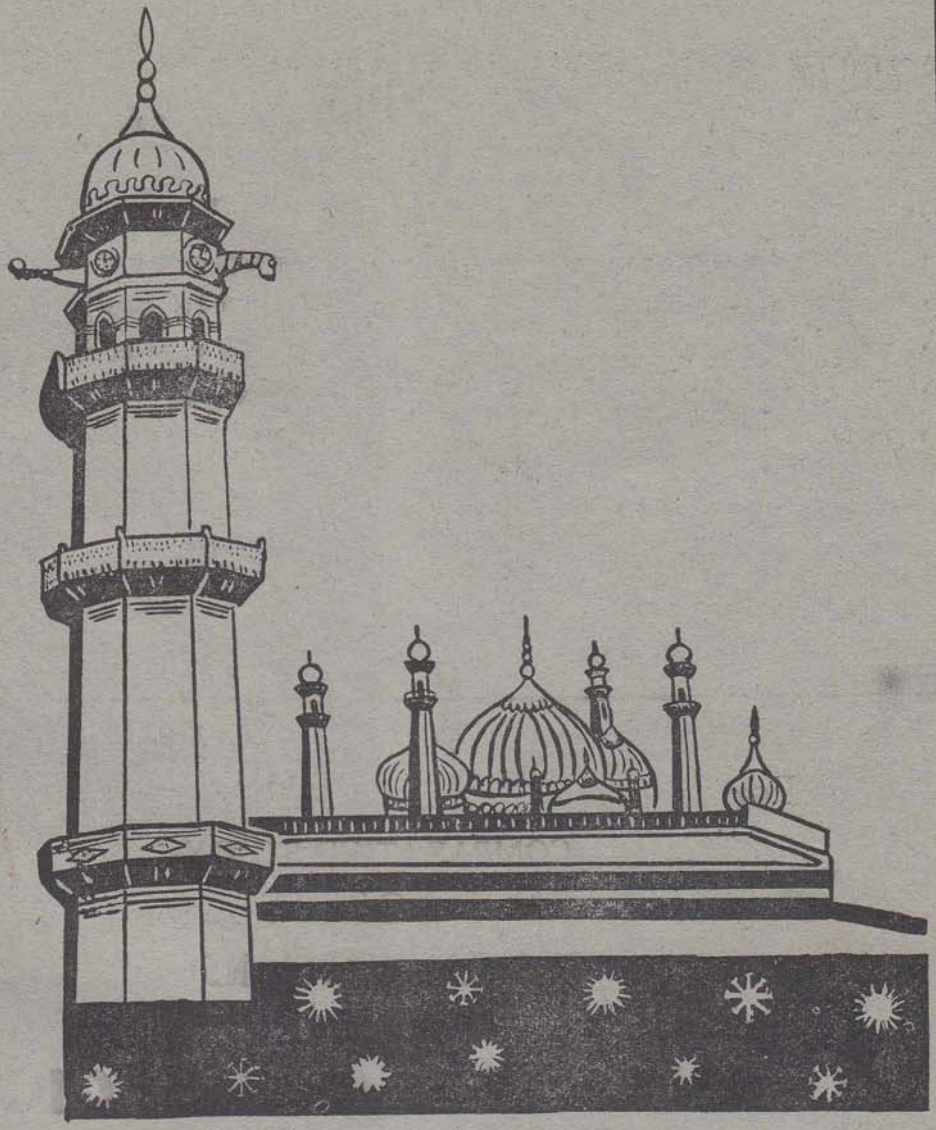

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত — ৫ টাকা

১৩শ সংখ্যা
১৫ই নবেম্বর, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৩শ সংখ্যা
১৫ই নবেম্বর, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ২৭৯
॥ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্রবাণী	॥ (মেশকাত শরিফ হইতে)	॥ ২৮১
॥ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ (এক গলতি কা ইযালা হইতে)	॥ ২৮২
॥ মিনহাজে নবুয়তের খেলাফত	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ২৮৭
॥ সংবাদ	॥	॥ ২৯০

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫ই নবেম্বর : ১৯৬৭ সন : ১৩শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

১৩শ রুকু

১০০॥ মুহাজির এবং আনসারদের অগ্রবর্তী প্রথম দল এবং যাহারা বিশুদ্ধচিত্তে তাহাদের অনুকরণ করিয়াছে তাহাদের (সকলের) প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও আল্লার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তাহাদের জন্য এমন বাগান সমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার নিম্ন দিয়া নদী নির্ঝর প্রবাহিত, তথায় উহারা চিরকাল থাকিবে। ইহাই মহাসফলতা।

১০১॥ (হে মুমিন) তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী মরুপ্রান্তরবাসী আরবদের কতক লোক মুনাফিক এবং কতক মদীনাবাসীও (মুনাফিক)। তাহারা কপটতায় সদাসংলিপ্ত। তুমি তাহাদিগকে জান না, আমরা তাহাদিগকে জানি। অচিরেই আমরা তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব। অতঃপর তাহাদিগকে এক মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তীত করা হইবে।

১০২॥ এবং অপর লোক তাহারা নিজেদের অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে। তাহারা সুকর্মকে অন্য কু-কার্য্যের সহিত মিশ্রিত করিয়াছে। হয়ত আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সদয় হইবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়াময়।

১০৩॥ (হে নবী) তুমি তাহাদের ধন হইতে যাকাত গ্রহণ কর, উহা দ্বারা তাহাদের (ধন)-কে পবিত্র করিবে এবং তাহাদের (হৃদয়)-কে পরিশুদ্ধ করিবে এবং তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর নিশ্চয় তোমার প্রার্থনা তাহাদের জন্য শান্তি লাভের উপায় এবং আল্লাহ্ সম্যক শ্রোতা পরম জ্ঞাতা।

১০৪॥ তাহারা কি অবগত নহে যে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহার (অনুতপ্ত) বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং তাহাদের দান গ্রহণ করেন এবং নিশ্চয় আল্লাহই অনুতাপ গ্রহণকারী বার বার দয়াকারী।

১০৫॥ এবং (হে নবী) তুমি বল তোমরা কার্য করিতে থাক অতঃপর আল্লাহ্, তাহার রসুল এবং মুমিনগণ তোমাদের কার্য অবশ্যই দেখিবেন এবং নিশ্চয় অগোচর ও গোচরীভূতের জ্ঞাতার নিকট তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে, অনন্তর তোমরা যাহা করিতেছিলে তিনি তোমাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন।

১০৬॥ এবং অপরলোক আল্লার আদেশের অপেক্ষায় অবকাশ প্রাপ্ত হইবে হয়ত তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন অথবা তাহাদের প্রতি সদয় হইবেন এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

১০৭॥ এবং যাহারা (ইসলামের) অনিষ্ট সাধন, ধর্মের বিদ্রোহাচরণ, বিশ্বাসীদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন এবং যাহারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাহার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের জন্য ঘাটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে এবং তাহারা নিশ্চয় শপথ করিয়া বলিবে আমরা শুভ ব্যতীত অন্য কামনা করি নাই এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাহারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

১০৮॥ (হে নবী) তুমি সেখানে কখনও (নামাযের জন্য) দাঁড়াইও না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই ধর্মপরায়নতার উপর প্রতিষ্ঠিত উহাতেই তোমার নামাজের জন্য দাড়ান অধিকতর উপযুক্ত। উহাতে এমন লোক আছে যাহারা পবিত্র থাকিতে পছন্দ করে এবং আল্লাহ্ পবিত্রগণকে ভাল বাসেন।

১০৯॥ যে তাহার প্রাসাদ আল্লার ভয় সন্তোষ লাভের ভিত্তির উপর নির্মাণ করিল সে উত্তম, না যে তাহার অট্টালিকা ফাঁপা তটভূমির উপর নির্মাণ করিল, যাহা তাহাকে লইয়া নরকাগ্নিতে পতিত হইল সে? এবং আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারী জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না।

১১০॥ তাহারা যে ঘর প্রস্তুত করিয়াছে উহা তাহাদের হৃদয়ে সর্বদা সন্দেহের উদ্রেক করিতে থাকিবে যদি না তাহাদের হৃদয় খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায় এবং আল্লাহ্ পরম জ্ঞাতা প্রজ্ঞাময়।

(ক্রমশঃ)

★

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্রবাণী

[১]

হযরত এবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন নূতন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রাখিও না এবং নূতন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা ভাঙ্গিও না। যদি তোমাদের উপর মেঘ থাকে পূর্ণ কর। অন্য বর্ণনায়—এক মাস ২৯ রাত্রে হয়। সুতরাং ইহা পূর্ণ না দেখা পর্যন্ত রোজা রাখিও না। যদি তোমাদের উপর মেঘ থাকে, অপেক্ষা কর এবং ত্রিশ দিন পুরা কর। —(বোখারী, মোসলেম)।

[২]

হযরত আনাস হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন সেহরী খাও, কেননা সেহরীতে বরকত আছে।—(বোখারী, মোসলেম)।

[৩]

হযরত আমর হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন আমাদের রোজা এবং গ্রন্থপ্রাপ্ত লোকদের (ইহুদী খ্রীষ্টানের) রোজার মধ্যে পার্থক্যই সেহরী খাওয়া।—(মোসলেম)।

[৪]

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ বান্দা, যে এফতারে সর্বাপেক্ষা দ্রুত।—(তিরমিযী)।

[৫]

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে পর্যন্ত লোকজন তাড়াতাড়ি করিয়া এফতার করে সেই পর্যন্ত এই ধর্ম প্রবল থাকিবে, কেননা ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ বিলম্ব করে।—(আবু দাউদ)।

[৬]

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে মিথ্যা কথা বলে এবং তদনুসারে কার্য ত্যাগ করে না, তাহার খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করার ভিতর আল্লার কোনই আবশ্যকতা নাই। (বোখারী)।

[৭]

হযরত আমের (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে। আমি নবী করীম (সাঃ)-কে রোজা থাকা অবস্থায় বহুবার মেছওয়াক করিতে দেখিয়াছি। (তিরমিযী।)

[৮]

হযরত আনাস (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন হযরতের নিকট আসিয়া বলিল, আমার চক্ষুর ব্যাধি আছে। রোজা রাখা অবস্থায় আমি কি সোরমা ব্যবহার করিতে পারি? তিনি (সাঃ) বলিলেন, হাঁ। (তিরমিযী।)

[৯]

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর একজন সাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, আমি হযরত (সাঃ)-কে রোজা থাকা অবস্থায় তৃষ্ণা বা গরমের জন্য তাঁহার মাথায় পানি ঢালিতে দেখিয়াছি।—(আবু দাউদ)।

[১০]

হযরত আবদুর রহমান হইতে বর্ণিত আছে, যে সফরে রমজানে রোজা রাখে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আবাসে রোজা রাখে না।—(এমনে মাজাহ)

[১১]

হযরত আয়েশা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন রমজানের শেষ দশ রাত্রির ভিতর যে কোন বেজোড় রাত্রে কদরের রাত্রির তালাস কর।—(বোখারী)।

★

হযরত মসীহ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

[এক গলতি কা ইযালা পুস্তক হইতে]

আমার জমায়াতের কতকজন, যাহারা আমার পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে পড়ার সুযোগ পায় নাই এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ পূর্ণভাবে অবগত হইবার জন্য যথেষ্ট সময় আমার সাহচর্যে থাকে নাই, তাহারা আমার দাবী ও প্রমাণ সম্বন্ধে পরিচয়ের স্বল্পতা বশতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীগণের আপত্তি শুনিয়া যে উত্তর দিয়া বসে, তাহা বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে সত্য পথে থাকিয়াও তাহাদিগকে লজ্জা পাইতে হয়। কয়েকদিন হইল, এইরূপ এক ব্যক্তির নিকটে কোন বিরুদ্ধবাদী আপত্তি জানায় যে তুমি যাহার নিকট বাইয়াত (শিষ্যত্ব গ্রহণ) করিয়াছ, তিনি নবী ও রসুল হইবার দাবী করিয়াছেন। ইহার উত্তর শুধু অস্বীকার জ্ঞাপক শব্দে দেওয়া হইয়াছিল। অথচ এইরূপ উত্তর সঠিক নহে। সত্য কথা এই যে, আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর পবিত্র ওয়াহি (বাণী) সমূহে নবী, রসুল ও মুরসাল শ্রেণীর শব্দ একবার দুইবার নহে, শত শত বার বিদ্যমান রহিয়াছে। অতঃপর আমার ওয়াহিতে এই সকল শব্দ নাই বলা কিরূপে সত্য হইতে পারে? পরন্তু পূর্বেকার তুলনায় এখন এই সকল শব্দ আরও স্পষ্ট ও সরল ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

বাইশ বৎসর পূর্বে লিখিত আমার 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামক পুস্তকেও এই সকল শব্দের ব্যবহার কিছু কম হয় নাই। এই পুস্তকে প্রকাশিত আল্লাহর ওয়াহিগুলির মধ্যে একটি হইতেছে هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "হুয়াল্লাজি আরসালা রসুলাহু বিলহুদা অ দীনেল হক্কে লিইউজহিরাহু আলাদ্দীনে কুল্লিহি" —(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই ওয়াহিতে স্পষ্টভাবে আমাকে রসুল বলা হইয়াছে। পুনরায়, ইহার পর এই পুস্তকেই আমার সম্বন্ধে এই ওয়াহি আছে,—

جرى الله فى حلل الانبياء -

"জারি আল্লাহু ফি হুলুলিল আম্বিয়া" অর্থাৎ—নবীদিগের পোষাকে আল্লাহর রসুল (বারাহীনে আহদীয়া, ৫০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আবার এই পুস্তকেই উক্ত ওয়াহির নিকটে আল্লাহর এই ওয়াহি আছে—

محمد رسول الله - والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم -

"মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ আল্লাজীনা মাআহু আশেদ্দাউ আলাল কুফ্ফারে রুহামাউ বাইনাহুম।" এই ওয়াহিটিতে আমার নাম মোহাম্মাদ রাখা হইয়াছে এবং আল্লার রছুলও। এই পুস্তকের ৫৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আর একটি ওয়াহি এই,

دنيا ميں ايک نذير آيا -

"দুনিয়া মে এক নজীর আয়া" অর্থাৎ—পৃথিবীতে একজন নজীর (সতর্ককারী) আসিয়াছেন। এই ওয়াহিটির আর এক বর্ণনা আছে—

دنيا ميں ايک نبى آيا -

"দুনিয়া মে এক নবী আয়া" অর্থাৎ—পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন। এইরূপে 'বারাহীনে আহমদীয়ায়' আরও বহু স্থানে আমাকে রসুল বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, আঁ-হযরত (সাঃ) যখন খাতামান-নবীয়ীন তখন তাঁহার পরে কিভাবে নবী আসিতে পারেন? ইহার উত্তর এই যে, ঠিক সেইভাবে কোন নূতন বা পুরাতন নবী নিশ্চয়ই আসিতে পারেন না,

যেভাবে আপনারা মনে করেন যে, শেষ যুগে ঈসা আলায়হেস্‌সালাম নামিয়া আসিবেন, তখনও তিনি নবী থাকিবেন, চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রতি নবুওতের ওয়াহি হইতে থাকিবে এবং তাঁহার দ্বিতীয় নবুওতকাল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুয়তকাল হইতেও দীর্ঘতর হইবে। এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করা নিশ্চয়ই পাপ। আমরা ইহার ঘোর বিরোধী। কোরআনের আয়াত—

ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

(অলাকির রসুলুল্লাহে অ খাতামান-নবীঈন)

এবং হাদীস—لا نبى بعدى (লা নবীয়া বাআদী), উক্ত আকিদাকে সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে এবং আমরা এইরূপ আকিদার ঘোর বিরোধী। উক্ত আয়াতের উপর আমরা পূর্ণ ও সত্যিকার বিশ্বাস রাখি।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা এক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ তাহা অবগত নহেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই আয়াতে জানাইয়াছেন, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইহা সম্ভব নহে যে, ইহার পর কোন হিন্দু, ইহুদী, খ্রীষ্টান বা কোন নামধারী মুসলমান নিজেকে নবী বলিয়া সাব্যস্ত করে। নবুওতের সকল পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু একটি পথ সিরতে সিদ্দিকির খোলা আছে, যাহাকে ফানাফির রসুল বলে। সুতরাং এই পথ দিয়া যে ব্যক্তি খোদার নিকটবর্তী হয়, তাঁহাকে প্রতিচ্ছায়া রূপে মোহাম্মাদী নবুওতের বসনে ভূষিত করা হয়। এইরূপে যিনি নবী হন, তিনি আক্রোশের পাত্র নহেন। ইহা তাঁহার স্বকীয় স্বতন্ত্র নবুওত নহে, পরন্তু তিনি ইহা তাঁহার নবীর উৎস হইতে গ্রহণ করেন, এবং নিজ গৌরবের জন্য নহে বরং তাঁহার নবীর গৌরব প্রকাশের জন্য। এই কারণে আকাশে তাঁহার নাম মোহাম্মাদ (সাঃ) ও আহমদ। ইহার অর্থ এই যে মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওত অবশেষে বুরুজীভাবে হইলেও মোহাম্মাদ (সাঃ)-ই প্রাপ্ত হইলেন, অপরে ইহা পাইল না। অতএব,

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

আয়াতটির অর্থ হইবে এইরূপ।

ليس محمد ابا احد من رجال الدنيا ولكن هو اب لرجال الاخرة لانه خاتم النبيين - ولاسبيل الى فيوض الله من غير توسطه

('অর্থাৎ- মোহাম্মাদ এই মরলোকবাসীদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন; তিনি অমরলোকবাসী পুরুষদিগের পিতা এবং তিনি 'খাতামান নবীয়ীন,; তাঁহার সূত্রে ব্যতীত আল্লার অনুগ্রহ পাইবার আর কোনই পথ নাই।") মোট কথা আমি মোহাম্মাদ (সাঃ) ও আহমদ হওয়ার কারণে আমার নবুওত ও রেসালত লাভ হইয়াছে, স্বকীয়তায় নহে, 'ফানাফির রসুল' হইয়া অর্থাৎ রসুলের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া পাইয়াছি। সুতরাং ইহাতে 'খাতামান নবীয়ীনের' অর্থে কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না। পক্ষান্তরে ঈসা আলাইহেস্‌সালাম আবার এই পৃথিবীতে আসিলে খাতামান নবীয়ীনের অর্থে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটিবে।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আল্লাহ হইতে জানিয়া যিনি গায়েবের (অজ্ঞেয়) সংবাদ জানান, অভিধান অনুসারে তিনি নবী। অতএব যেখানে এই অর্থ বুঝাইবে, সেখানে নবী শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হইবে। প্রত্যেক নবীর জন্য রসুল হওয়ার শর্ত্ত রহিয়াছে। কারণ যদি তিনি রসুল না হন, তাহা হইলে নির্মল গায়েবের খবর তিনি পাইতে পারেন না।

لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

(অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌ তায়ালা কাহাকেও গায়েবের সংবাদের আধিপত্য দান করেন না, পরন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি রসুল স্বরূপ মনোনীত করেন') আয়াতটি এরূপ সংবাদ লাভের পরিপন্থী। যদি আঁ-হযরত (সঃ)-এর পর এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে নবীর আগমন অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই মানিতে হয় যে উম্মতে মোহাম্মাদীয়া আল্লার সহিত বাক্যালাপের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। কারণ যাঁহার উপর আল্লার নিকট হইতে গায়েবের সংবাদ প্রকাশিত হইবে— لايظهر على غيبه আয়াত অনুসারে তাঁহার উপর নবী শব্দের মর্ম প্রযুক্ত হইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তালার দ্বারা প্রেরিত হইবে, তাঁহাকে আমরা রসুল বলিব। তন্মধ্যে পার্থক্য এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত নূতন শরীয়তসহ কোন নবী বা রসুল আসিবেন না; অথবা কোন ব্যক্তি নবী নাম লাভের অধিকারী হইবেন না, যিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ না করেন এবং এমন ফানাফির রসুল অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে বিলীন হইয়া না যান, যাহার ফলে আকাশে তাঁহার নাম মোহাম্মাদ (সাঃ) ও আহমদ রাখা হয়। و من ادعى فقد كفر [এবং যে (স্বতন্ত্রভাবে) দাবী করে সে নিশ্চয়ই কাফের] ইহার মধ্যে আসল তত্ত্ব এই যে খাতামান নবীয়ীন শব্দের মর্মানুযায়ী স্বাতন্ত্রের লেশমাত্র বাকী থাকিতে কোন ব্যক্তি নবুওতের দাবী করিলে, সে খাতামান নবীয়ীনের উপরিস্থ মোহর ভঙ্গকারী হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ খাতামান নবীয়ীনের মধ্যে এরূপ বিলীন হইয়া যান যে, তাঁহার সহিত একান্ত একীভূত হইয়া এবং স্বীয় স্বাতন্ত্রের পূর্ণ বিলোপ সাধন দ্বারা তাঁহারই নাম লাভ করেন এবং পরিণামে স্বচ্ছ দর্পনের ন্যায় তদীয় স্বত্বায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে মোহরকে না ভাঙ্গিয়াই তিনি নবী আখ্যা লাভ করিবেন, কারণ প্রতিচ্ছায়ারূপে তিনি মোহাম্মাদ (সাঃ)। মোহাম্মাদ ও আহমদ নামে অভিহিত এই প্রতিবিম্বিত ব্যক্তির নবী ও রসুলের দাবী সত্ত্বেও সৈয়েদেনা মোহাম্মাদ (সাঃ)-ই খাতামান নবীয়ীন থাকেন। কেননা এই দ্বিতীয় মোহাম্মাদ (সাঃ) সেই প্রথম মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামেরই প্রতিকৃতি এবং তাঁহার নামে আখ্যায়িত। কিন্তু ঈসা (আঃ) স্বতন্ত্র নবী হওয়ার কারণে খতমে নবুওতের মোহর না ভাঙ্গিয়া তিনি আসিতে পারেন না।

যদি বুরুজী রঙেও কেহ নবী বা রসুল হইতে না পারেন তাহা হইলে اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم প্রার্থনার অর্থ কি?*

* স্মরণ রাখিও যে এই উম্মতের জন্য সেই সকল অনুগ্রহের ওয়াদা আছে যাহা অতীতে নবী ও সিদ্দিকগণ পাইয়াছিলেন। উক্ত অনুগ্রহরাজীর মধ্যে সেই সকল নবুওত এবং ভবিষ্যতের সংবাদ রহিয়াছে, যাহার কারণে অতীত নবী (আঃ) গণ নবী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কোরআন শরীফ নবী এবং রসুল ব্যতিরেকে অন্যের উপর গায়েব বা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দরজা বন্ধ করিয়া দেন। যেরূপ—

لايظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

আয়াত হইতে প্রমাণিত হয়। সুতরাং পরিষ্কার গায়েবের সংবাদ পাইতে হইলে নবী হওয়া আবশ্যক।

انعمت عليهم

আয়াত সাক্ষ্য দিতেছে যে এই উম্মত গায়েবের সংবাদ হইতে বঞ্চিত নহে। উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী পরিষ্কার গায়েবের সংবাদ লাভের জন্য নবুওত ও রেসালতের প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নবুওত প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইয়াছে সুতরাং মানিতে হয় যে, আল্লাহ্‌র এই দান পাইবার জন্য একমাত্র বুরুজ (আত্মিক বিকাশ), জিল্ল (ছায়া) বা ফানাফির রসুলের পথ খোলা আছে। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করুন।

অতএব, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতিবিম্বরূপে আমি নবী বা রসুল হওয়া অস্বীকার করি না। এই অর্থেই সহি মুসলিমেও মসীহে মওউদকে নবী বলা হইয়াছে।

আল্লাহ্ হইতে যিনি গায়েবের সংবাদ পান, তাঁহার নাম নবী না হইলে কি নামে তাঁহাকে অভিহিত করা যাইবে? যদি বল তাঁহাকে 'মুহাদ্দাস' বলা উচিত তাহা হইলে আমি বলিতে চাই যে, কোন অভিধানেই 'তাহ্দীসের' অর্থ গায়েবের সংবাদ দেওয়া নহে; কিন্তু নবুওতের অর্থ গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবী আরবী ও হিব্রু, উভয় ভাষার শব্দ। হিব্রুতে এই শব্দের উচ্চারণ 'নাবী' এবং ইহা 'নাবা' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ আল্লাহ্র নিকট হইতে জানিয়া গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবীর জন্য শরীয়ত দাতা হওয়ার শর্ত নাই। নবুওত আল্লাহ্র অপার্থিব দান। ইহা দ্বারা গায়েবের সংবাদ ব্যক্ত হয়।

সুতরাং আমি যখন অদ্যাবধি খোদার নিকট হইতে প্রায় দেড় শত ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করিয়া স্বচক্ষে পূর্ণ হইতে দেখিয়াছি, তখন আমার নবী ও রসুল হওয়া আমি কিরূপে অস্বীকার করিতে পারি? যখন স্বয়ং খোদাতালা আমাকে নবী ও রসুল আখ্যা দিয়াছেন, তখন আমি কিরূপে ইহা প্রত্যাখান করিতে পারি এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের ভয় করি?

যে খোদা আমাকে পাঠাইয়াছেন এবং যাঁহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপীর কাজ, আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তিনি আমাকে মসীহে মওউদ রূপে পাঠাইয়াছেন। আমি যেভাবে কোরআন শরীফের আয়াতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি, সেইরূপ বিন্দুমাত্র পার্থক্য না করিয়া আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্র প্রত্যেকটি পরিষ্কার ওয়াহির উপর ঈমান রাখি। উহাদের সত্যতা অবিরাম নিদর্শনের দ্বারা আমার নিকট সুপ্রকাশিত হইয়াছে। আমি কাবাগৃহে দাঁড়াইয়া শপথ করিতে পারি যে যে সকল পবিত্র ওয়াহি আমার নিকট অবতীর্ণ হয়, উহা সেই আল্লাহর, যিনি হযরত মুসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি আপন বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী আমার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে। আকাশও আমার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে। পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই ঘোষণা করিয়াছে, আমি আল্লাহর খলিফা। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমাকে প্রত্যাখান করাও অবধারিত ছিল। যাহাদের হৃদয়ের উপর পরদা পড়িয়াছে, তাহারা আমাকে গ্রহণ করিবে না। যেভাবে খোদা স্বীয় নবীগণকে সাহায্য করেন, আমি জানি, নিশ্চয়ই তিনি আমাকেও সেইভাবে সাহায্য করিবেন। আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না। কারণ আল্লাহ্র সাহায্য তাহাদের সঙ্গে নাই। যে স্থানে আমি নবী বা রসুল হওয়া অস্বীকার করিয়াছি, সেখানে ইহা এই অর্থেই করিয়াছি যে, আমি শরীয়তদাতা নবী নহি এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীও নহি। কিন্তু আমি আমার নেতা রসুলের আত্মিক কল্যাণ লাভ করিয়া এবং তাঁহারই নামে আখ্যায়িত হইয়া, তাঁহারই মাধ্যমে খোদা হইতে আমি গায়েবের জ্ঞান পাইয়াছি। এই অর্থে আমি নবী ও রসুল। কিন্তু আমার কোন নূতন শরীয়ত নাই। এইরূপে নবী হওয়া আমি কখনও অস্বীকার করি নাই, পরন্তু এই অর্থেই আল্লাহ্ আমাকে নবী ও রসুল বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অতএব এখনও আমি এই অর্থে নবী ও রসুল হওয়া অস্বীকার করি না। من نیستم رسول ونیاوردہ ام کتاب আমার একটি উক্তি। ইহার অর্থ মাত্র এতটুকু যে আমি শরীয়তদাতা নবী নহি।

হাঁ, একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং কখনও ভুলিলে চলিবে না যে যদিও আমি নবী ও রসুল নামে আখ্যায়িত হইয়াছি, তথাপি খোদাতায়ালার তরফ হইতে আমাকে জানান হইয়াছে যে, আমার প্রতি তাঁহার এই করুণা সাক্ষাৎভাবে হয় নাই, পরন্তু আকাশে এক পবিত্র পুরুষ আছেন, যাঁহার আত্মিক শক্তি আমাতে ক্রিয়াশীল হইয়াছে। তাঁহার নাম মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম)। তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতা বজায় রাখিয়া এবং তাঁহাতে বিলীন হইয়া, তাঁহার মোহাম্মাদ (সাঃ) ও আহমদ নাম লাভ করিয়া আমি রসুল ও নবী। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত এবং আল্লাহ হইতে গায়েবের সংবাদ প্রাপ্ত হই। কারণ আমি প্রতিফলন ও প্রতিবিম্ব প্রক্রিয়ার প্রেম দর্পনের মধ্যবর্ত্তিতায় সেই নাম পাইয়াছি। এইরূপে খাতামান নবীয়ীনের মোহর অক্ষুন্ন রহিয়াছে। যদি কেহ আল্লাহ্‌র এই ওয়াহির প্রতি নারাজ হয় যে, কেন খোদাতায়ালা আমার নাম নবী ও রসুল রাখিয়াছেন তাহা হইলে ইহা তাহার মূর্খতা হইবে। কারণ আমার নবী ও রসুল হওয়াতে নবুয়তের মোহর ভগ্ন হয় না। *

এই কথা সুস্পষ্ট যে, আমি যেমন নিজের সম্বন্ধে বলি যে, আল্লাহ আমাকে নবী ও রসুল নামে অভিহিত করিয়াছেন, তেমনি আমার বিরুদ্ধবাদীগণ হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্বন্ধে বলে যে, তিনি আমাদের নবী (সাঃ)-এর পর পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করিবে। যেহেতু

তিনি নবী সুতরাং তাঁহার পুনরাগমনে, সেই আপত্তিই উঠিবে, যাহা আমার বিরুদ্ধে করা হয়। অর্থাৎ খাতামান নবীয়ীনের খাতামিয়তের মোহর ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর, যিনি প্রকৃতপক্ষে খাতামান-নবীয়ীন ছিলেন, আমাকে নবী ও রসুল নামে অভিহিত করিলে, কোন আপত্তির কথা নাই এবং ইহাতে খাতামিয়তের মোহরও ভাঙ্গে না, কারণ আমি বার বার বলিয়াছি যে

و آخرين منهم لما يلحقوا بهم

আয়াতানুযায়ী আমি বুরুজীভাবে সেই খাতামাল-আম্বিয়া এবং খোদা আজ হইতে কুড়ি (২০) বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া নামক পুস্তকে আমার নাম মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং আহমদ (আঃ) রাখিয়াছেন এবং আমাকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এরই স্বত্বা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সুতরাং এইভাবে, আমার নবুওতের দ্বারা আঁ হযরত (সাঃ)-এর খাতামাল আম্বিয়ার মর্যাদায় কোন ধাক্কা লাগিল না। কারণ ছায়া আপন মূল স্বত্বা হইতে পৃথক নহে। যেহেতু আমি প্রতিবিম্ব-স্বরূপ মোহাম্মাদ (সাঃ), সুতরাং এই প্রকারে খাতামান্নবীয়ীনের মোহর ভাঙ্গিল না। কারণ মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওত মোহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ অর্থাৎ যেভাবেই হউক মোহাম্মাদ (সাঃ)-ই নবী থাকিলেন, অপর কেহ

---

* ইহা কত সুন্দর কথা যে এইভাবে একদিকে যেমন খাতামান্নবীয়ীনের ভবিষ্যদ্বাণীর মোহর ভঙ্গ হইল না অপরদিকে তেমনি لا يظهر على غيبه আয়েতোল্লিখিত নবুওত বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইতে উম্মতে সকল ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হইল না। কিন্তু যে ঈসা (আঃ)-এর নবওত ইসলামের ছয়শত বৎসর পূর্বেকার বলিয়া স্বীকৃত, তাঁহাকে এই পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার নামাইয়া আনিলে ইসলামের কিছুই বাকী থাকে না। ইহাতে খাতামান্নবীয়ীন আয়েতের স্পষ্ট অস্বীকৃতি অনিবার্য হইয়া পড়ে। ফলে আমরা প্রতিপক্ষের কেবল গালিই শুনিব। অতএব তাহারা গালি দিতে থাকুক।

و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون

(অর্থাৎ অত্যাচারিগণ অচিরে জানিবে, তাহারা প্রত্যাগমনের কোন স্থানে প্রত্যাগত হইবে।)

হইল না। অর্থাৎ আমি যখন বুরুজীভাবে আঁ-হযরত (সাঃ) এবং বুরুজী রঙে সমস্ত মোহাম্মাদী কামালাত মোহাম্মদী নবুওত সহ আমার প্রতিবিম্বের দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে, তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কোথা হইতে আসিলেন, যিনি পৃথকভাবে নবুওতের দাবী করিলেন। ভাল কথা, যদি তোমরা আমাকে গ্রহণ না কর, তাহা হইলে জানিয়া রাখিও যে প্রতিশ্রুত মাহদী রূপে ও গুণে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ন্যায় হইবেন এবং তাহার নাম আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মত হইবে। অর্থাৎ তাহার নামও মোহাম্মাদ (সাঃ) ও আহমদ (সাঃ) হইবে এবং তিনি তাঁহার বংশের হইবেন। *

---

* আমার পূর্ব-পুরুষদিগের ইতিহাস হইতে সাব্যস্ত হয়, আমার এক দাদী সম্ভ্রান্ত ফাতেমী বংশীয় সৈয়দা ছিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) ও ইহার তসদীক করিয়াছেন। স্বপ্নে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—

سلمان منا اهل البيت على مشرب الحسن

"সালমান মিন্না আহলেল বাইতি আল মশরিবেল হাসান।" এই বাক্যে আমার নাম রাখা হইয়াছে সালমান; অর্থাৎ দুই সালম বা দুই শান্তি। আরবী ভাষায় সালাম শব্দের অর্থ শান্তি। ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে এক হইল আভ্যন্তরীন শান্তি, যাহা আভ্যন্তরীন হিংসা ও বিদ্বেষকে দূর করিবে, দ্বিতীয় বাহ্যিক শান্তি, যাহা বাহিরের শত্রুতার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করিয়া ও ইসলামের মহিমা প্রদর্শন করিয়া অমুসলমানদিগকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিবে। বুঝা যাইতেছে, হাদিসে যেখানে সালমানের উল্লেখ আছে সেখানে আমাকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। নচেৎ সালমানের জন্য দুই প্রকার শান্তির ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ায় তাঁহার জন্য প্রযুক্ত হয় না। আমি খোদার নিকট হইতে ওয়াহিপ্রাপ্ত হইয়া বলিতেছি যে, আমি পারশ্য বংশীয় এবং কনজুল-উম্মালের হাদিস অনুসারে পারস্য বংশীয়গণও বনি ইসরাইল এবং আহলে বায়ত (ঘরের লোক)। কাশফে (অতিজাগ্রত স্বপ্নে) হযরত ফাতেমা (রাঃ) আমার মাথা তাঁহার উরুদেশে স্থাপন করিয়াছেন এবং আমায় দেখাইয়াছেন যে, আমি তাঁহা হইতে উদ্ভূত। এই কাশফ বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিত আছে।

★

মিনহাজে নবুয়তের খেলাফত

মৌলবী মোহাম্মাদ

হযরত নোমান বিন বশীর হইতে বর্ণিত হইয়াছে —হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"আল্লাহ্তালা যতদিন চাহেন তোমাদের মধ্যে নবুওত থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর নবুওতের তরীকায় খেলাফৎ হইবে, যতদিন আল্লাহ্তায়ালা চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পরে জুলুমের রাজত্ব হইবে এবং যতদিন আল্লাহ্তায়ালা চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর আল্লাহ্তায়ালা উহা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হইবে এবং আল্লাহ্তায়ালা যতদিন চাহেন, উহা ততদিন থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর নবুওতের তরীকায় খেলাফৎ কায়েম হইবে। তাহার পরে তিনি [রসুল করীম (সাঃ)] চুপ রহিলেন। —(মুসলিম)।

এই হাদিসে রসুল করীম (সাঃ)-এর নিজ যামানা হইতে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর যামানা পর্যন্ত মুসলমানদের জামাতি অবস্থার নক্সা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার ইন্তেকালের পর খেলাফৎ প্রথমে রাশেদা

তাহার পর অত্যাচারের রাজত্ব এবং তাহার পরে সাম্রাজ্যবাদের রঙে প্রকাশিত হইবে। ইহার পরে মিনহাজে-নবুওতে অর্থাৎ এক নবীর আবির্ভাবের পর, খেলাফতে-রাশেদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা ইহার ওয়াদা দিয়াছেন।

"যাহারা ঈমান আনিবে ও নেক আমল করিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে ওয়াদা দিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা নিশ্চয়ই তাহাদিগের মধ্যে খেলাফৎ কায়েম করিবেন, যেমন তিনি পূর্ববর্তীগণের মধ্যে করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য যে ধর্মকে তিনি মনোনীত করিয়াছেন, উহাকে তিনি নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং তিনি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ভয়ের পর নিরাপত্তা দিবেন। তাহারা আমার উপাসনা করিবে, তাহারা কাহাকেও আমার সহিত শরীক করিবে না।" (সুরা নূর—৭ম রুকু)।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উপরোক্ত হাদিসানুযায়ী খেলাফতের রঙ বর্ণিত ক্রমে পরিবর্তীত হইয়া অবশেষে যখন মুসলমানগণ সংখ্যায় বহু হইয়াও গত শতাব্দীর শেষ ভাগে সকল দিক দিয়া এক ভীতিজনক অবস্থায় পতিত হইল, তখন হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়। উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত মোতাবেক তিনি ইসলামের শিক্ষানুযায়ী এক আল্লাহ্‌র এবাদত কায়েম করিয়া এবং শেরেকের আকিদাগুলি দূর করিয়া ইসলাম ধর্মকে ভয়ের অবস্থা হইতে নিরাপত্তার অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। এখন আর ইসলামকে বিনষ্ট করিবার ধারণা মহাশত্রুও পোষণ করিতে পারে না।

মিনহাজে-নবুওতের খেলাফতের মেয়াদ

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর সেলসেলায় নবুওতের তরীকায় খেলাফতে-রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পবিত্র হাদিস ও কুরআনের বাণী সত্য হইয়াছে। কিন্তু এই খেলাফৎ কতদিন থাকিবে? আমাদের অলোচ্য হাদিসে আছে হযরত রসুল করীম (সাঃ) মিনহাজে নবুওতে খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে বলার পর চুপ হইয়া গেলেন। এত কথা বলিয়া, ইহার পর তিনি কেন চুপ হইলেন? হুজুর (সাঃ) নিজ নবুওতের পর জামাতের মধ্যে নেজামের পরিবর্তনের অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু মিনহাজে-নবুওতের খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলার পর তিনি চুপ হইয়া গেলেন। এই নীরবতা কি অর্থপূর্ণ নয়? বর্ণনাকারীর নিকটও ইহা আশ্চর্য ঠেকিয়াছে। তাই তিনি চুপ করার কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বাণী যাহা হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে এইরূপ চুপ করার উল্লেখ একান্ত বিরল। আর একটি হাদিস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন:

"কেমন করিয়া আমার উম্মত ধ্বংস হইতে পারে, যখন আমি উহার শিরোভাগে, মাহদী মধ্যভাগে এবং মসিহ উহার শেষে। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে পথভ্রান্তের দল হইবে, তাহারা আমার নহে এবং আমি তাহাদের নহি।" (মেশকাত)।

এই হাদিসটি পূর্ববর্তী হাদিসের অর্থকে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। এই দুইটি হাদিসকে একত্রে অর্থ করিলে ইহাই দাঁড়ায় যে, উম্মতের শিরোভাগে স্বয়ং হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং শেষ ভাগে প্রতিশ্রুত ঈসা নবীউল্লাহ এবং মধ্যভাগে ক্ষণস্থায়ী খেলাফতে-রাশেদার পর ভ্রান্তের দল এবং তাহাদিগকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য মাহদীগণ। এই মাহদীগণই মোজাদ্দেদ, যাহাদের সম্বন্ধে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন:

"আল্লাহ্‌তালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য আবির্ভূত করিবেন (মোজাদ্দেদ), যিনি আসিয়া তাহাদিগের জন্য ধর্মকে পরিশ্রুত করিয়া দিবেন।" (আবু দাউদ)।

দ্বিতীয় হাদিসে হযরত রসুল করীম (সাঃ) মাহদীগণের অবির্ভাবের কাল, তাঁহার ও প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ) এর অন্তরবর্তী সময়ে বলিয়া জানাইয়াছেন

এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে শেষ বলিয়াছেন। তাঁহার পরে কি তবে মোজাদ্দেদগণের আগমনের ধারা বন্ধ হইয়া গেল? মানবজাতি কি এখন আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা পরিত্যক্ত হইল? ইহা কখনও হইতে পারে না। প্রথম হাদিসটিতে ইহার সমাধান রহিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন মিনহাজে নবুওতে খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার পর যদি খেলাফৎ ভাঙিয়া যাওয়া নির্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে প্রথম বারের ন্যায় দ্বিতীয় বারেও উহার সংবাদ থাকিত। সুতরাং বর্ণনার ধারায় বুঝা যাইতেছে খেলাফৎ ভাঙিবে না। আসুন, হযরত রসুল করীম (সাঃ) যাঁহাকে শেষ বলিয়া গেলেন, সেই হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এ বিষয়ে কি বলেন আমরা দেখি। তিনি তাঁহার প্রণীত আল-ওসিয়ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ তাঁহার তরীকায় প্রতিষ্ঠিত খেলাফৎ চিরস্থায়ী এবং উহার শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত ছিন্ন হইবে না। (মূল উর্দু আল-ওসিয়ত পুস্তক রবওয়া হইতে ১৯৬৬ সালে পুনঃ মুদ্রিত, ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই বাণী উপরে আলোচিত হাদিস দুইটির মধ্যে বুঝিতে যেখানে মুস্কিল ছিল, তাহা পরিস্কার করিয়া সুরা নুরের খেলাফৎ প্রতিষ্ঠার কথাকে সংবাস্ত ও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া আমাদিগকে কেয়ামত পর্যন্ত অভ্রান্ত পথের দিশা দিয়াছে। এই খেলাফৎ কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

মোজাদ্দেদের সেলসেলা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মিনহাজে-নবুওতের খেলাফতে বিলীন

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের পর ইলাহী খেলাফতকে চিরস্থায়ী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এই জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ) শেষ যুগে খেলাফত-মিনহাজে-নবুওত কায়েম হওয়ার কথা বলিয়া চুপ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার ব্যাখ্যা তিনি শেষের জন অর্থাৎ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর জন্যই রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ইহা চিরস্থায়ী। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের পর যে খেলাফতে-রাশেদা কায়েম হইয়াছিল, উহা যখন ভাঙিয়া গেল, তখন খেলাফৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। বাদশাহ ও পরে সম্রাটগণ উহার বাহ্যিক ধ্বজাধারী হইল এবং মোজাদ্দিদগণ উহার রুশ্‌দ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক -স্বত্বা-ধারী হইলেন। এইভাবে ইসলামের তরী অপূর্ব ভঙ্গিতে চলিতে লাগিল। অবশেষে হযরত মসিহ মওউদ (সাঃ)-এর আগমনে আল্লাহ্‌তায়ালা এই দুধারী ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া মিনহাজে-নবুওতে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর খেলাফতে রাশেদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। খেলাফতের দেহ এবং আত্মা, নাম এবং কাজ পুনঃ একত্রে মিলিত হইল।

সিরাতে-মুস্তাকীম

পাঠক! আনন্দিত হউন!

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের ওয়াদা মোতাবেক খেলাফত -মিনহাজে-নবুওত কায়েম হইয়াছে। এখন খেলাফতে-সালেসার আমল। রবওয়া ও কাদিয়ানের জামাতের আমরা, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতিশ্রুত খেলাফত-মিনহাজে-নবুওতের নিয়মে আছি। ইহাই সুরা নূরের প্রতিশ্রুত নিযাম। ইহাই সিরাতে-মুস্তাকীম।

আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের ওয়াদা কখনও মিথ্যা হয় না। সুতরাং ইনশাআল্লাহ্ ইহা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকিবে। অতএব এই খেলাফতের বাহিরে আর মোজাদ্দিদ আবির্ভূত হইবেন না এবং আমাদিগকে তাঁহাদের তালাশে যাইতে হইবে না। যাহারা সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া সত্য পথের তালাশ করিবে, তাহাদিগকে এই খেলাফতের নিযামেই আসিতে হইবে। মোজাদ্দেদ ও খেলাফতের ধারা একত্রে মিলিত হইয়া চির উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা সেই সিরাতে-মুস্তাকীমে আছি; আমাদিগকে আর দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না।

★

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-এর সালাম

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেবকে পূর্ব-পাকিস্তানের সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীদিগকে সালাম জানাইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

মনজুর আহমদ প্রিন্সিপ্যাল পদ হইতে অপসারিত

পশ্চিম পাকিস্তানের চিনিউট নিবাসী জনাব মনযুর আহমদ সাহেব তহবিল তসরুফের অভিযোগে জামেয়া আরাবীয়ার প্রিন্সিপ্যাল পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূর্বে তিনি পূর্বপাকিস্তান সফর করেন এবং আহমদীয়া জমাতের বিরুদ্ধে প্রচারনা চালান। শুধু প্রচারণাই চালান নাই, অধিকন্তু হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর শানের বিরুদ্ধে 'ইংরাজী নবী' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করান। উক্ত পুস্তকে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। আল্লাহর কি মহিমা, বৎসরও গত হইল না জনাব মনযুর সাহেবই অপদস্থ হইলেন। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে বলিয়াছেন, যে তোমাকে অবমাননা করিতে চাহিবে আমি তাহাকে অবমাননা করিব। আমরা উক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইতে দেখিলাম। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর।

রমযান মাসে তরবিয়তি ক্লাশ

ঢাকা মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া আগামী রমজান মাসে এক তরবিয়তে ক্লাশের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া খবরে প্রকাশ।

উক্ত তরবিয়তি ক্লাশ ১লা ডিসেম্বর হইতে শুরু হইয়া ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিবে। উহাতে সিলসিলার মুরব্বীগণের তত্ত্বাবধানে বিশেষ প্রোগ্রামানুযায়ী এক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে অংশ গ্রহণকারী খোদ্দাম ও আতফালের প্রয়োজনীয় তরবিয়ত ও তবলিগ সংক্রান্ত সকল বিষয়াবলী শিক্ষা দেওয়া হইবে।

সকল অভিভাবককে মজলিশের পক্ষ হইতে আবেদন করা হইয়াছে যেন তাহারা তাহাদের সন্তান সন্ততিকে উক্ত তরবিয়তি ক্লাশে পাঠান।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·50
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The Economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J D Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৩নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশায়া	" "
৬।	ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকেট পাঠালে এই সব পুস্তক পাঠান হয়।

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca 1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.